ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জব ফেয়ারের প্রথম দিনে গতকাল চাকরির আবেদন ফরম কেনার জন্য প্রার্থীদের প্রচণ্ড ভিড়

'যুবক জব ফেয়ার-০৫' শুরু : আগ্রহী চাকরি প্রার্থীদের উপচেপড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনে শুরু হয়েছে দু'দিনের জব ফেয়ার-২০০৫ বা চাকরি মেলা। এ মেলার প্রতিপাদ্য 'দক্ষ জনশক্তি/সমৃদ্ধ বাংলাদেশ'। আজ মেলার শেষ দিন। যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক) এ মেলার আয়োজন করে। জব ফেয়ার তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া তুলেছে। গতকাল কয়েক হাজার তরুণ-তরুণী এ মেলায় জড়ো হয়েছিল। মিলনায়তনে প্রবেশ করার জন্য রোদ উপেক্ষা করে অনেকেই দাঁড়িয়েছিলেন দীর্ঘ লাইনে। মিলনায়তনের ভেতরে চিত্র ভিন্ন। ভিড়ে পা ফেলার জায়গা ছিল না কোথাও। সর্বত্রই উপচেপড়া ভিড়। মেঝেতে বসেই তরুণ-তরুণীরা ব্যস্ত ছিল ফরম পূরণে। শেষ বিকেলেও বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতীকে মিলনায়তনের বাইরে অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

উদ্যোক্তারা জানান, মেলার প্রথম দিনেই প্রায় ৭ হাজার ফরম পূরণ করে জমা দিয়েছেন চাকরি প্রত্যাশীরা। ১০ টাকায় শুভেচ্ছা মূল্যে আবেদনপত্র ফরম কিনে অনেকে চাকরির পদ অনুযায়ী একাধিক ফরম জমা দিয়েছেন। মেলার মধ্যেই আরেক পাশে চলছিল প্রাথমিক বাছাই করার জন্য মৌখিক পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় বিভিন্ন কোম্পানির বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। মেলা থেকে ২৩টি কোম্পানি আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের চাকরিতে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চাকরি মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩শ' পদে আবেদন করার সুযোগ পেয়েছেন আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা। অনলাইনেও আবেদন করেছেন অনেকে। ২৫ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করার সুযোগ পেয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে ৪ হাজার আগ্রহী প্রার্থী আবেদন করেছেন।

মেলার মধ্যেই ৫টি আলাদা বুথে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রায় ৪শ' প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। মেলা থেকে কতজন চাকরির জন্য মনোনীত হয়েছে সে ব্যাপারে মেলার শেষে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাসে সুনির্দিষ্ট নম্বরের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের মাঝ থেকে প্রাথমিক বাছাই করা হয়। যারা মনোনীত হয়েছেন তাদেরকে যেসব প্রতিষ্ঠান চাকরি দিতে আগ্রহী তারা সরাসরি যোগাযোগ করবেন এবং ৭দিন থেকে ২/৩ মাসের মধ্যেই চাকরিতে যোগদানের আহ্বান জানানো হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। তবে যারা মেলা চলাকালীন সময়ের মধ্যে মনোনীত হননি তাদের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়া হবে কিনা সে ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি।

মেলায় আগত তরুণ-তরুণীদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যুবকের কর্মকর্তা ও বিএনসিসি'র সদস্যরা সদাসতর্ক। দুপুরের দিকে যখন মিলনায়তনে ভেতরে তিন ধারণের জায়গা নেই, বাইরে হাজার হাজার মানুষের ভিড়– এরকম পরিস্থিতিতে একপর্যায়ে জোরপূর্বক কিছু তরুণ মিলনায়তনে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দেন যুবক ও বিএনসিসি'র সদস্যরা। জোরপূর্বক প্রবেশকারীদের অনেকে অধৈর্য্য হয়েই এ কাজ করেছে বলে জানা যায়।

উদ্যোক্তারা জানান, প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি সাড়া মিলেছে মেলায়। এ ধরনের মেলা অব্যাহত থাকলে শুধু যে দেশীয় বাজারেই বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে তা-ই নয়, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারেও এদেশের বিপুল সম্ভাবনাময় জনশক্তিকে নিয়োগ করার অনেক সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ধরনের মেলার ফলে তরুণ-তরুণীরা চাকরির পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইন্টারভিউর মুখোমুখি হওয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারবে।

চাকরির ক্ষেত্রে এদেশের যুবদের প্রধান প্রতিবন্ধকতা কী জানতে চাইলে উদ্যোক্তারা বলেন, আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে বেকার যুবদের। যদি আমাদের শিক্ষা সিলেবাসে কিভাবে ইন্টারভিউর মুখোমুখি হতে হবে সে ধরনের কোন সিলেবাস থাকতো তাহলে হয়তো ইন্টারভিউতে তারা এত নার্ভাস হতেন না। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের আয়োজন প্রায়ই হয়ে থাকে।

ব্যাপক সাড়া দেখে এ ধরনের মেলার আরও আয়োজন করা হবে কিনা জানতে চাইলে উদ্যোক্তাদের একজন বলেন, তরুণদের সাড়া দেখে আমরা আশাবাদী। তবে স্পন্সর পেলে এ ধরনের মেলা যুবকের পক্ষ থেকে অব্যাহত রাখা হবে।

চাকরি মেলা দেখতে এসেছিলেন আমেরিকা প্রবাসী আবুল কালাম আজাদ। ওসমানী মিলনায়তন চত্বরে তাঁর সাথে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। মেলা সম্পর্কে তিনি দেশবাংলাকে বলেন, নিঃসন্দেহে এটি একটি ভাল উদ্যোগ। আমেরিকাতেও এ ধরনের আয়োজন হয়ে থাকে।

আমাদের দেশেও যে তা হচ্ছে এটা জানা ছিল না। গতকালের পত্রিকা দেখে আমি মেলা দেখতে এসেছি। মিলনায়তনের ভেতর ও বাইরে ঘুরে যা দেখলাম তাতে আমি আশাবাদী এদেশে অনেক মেধাবী, যোগ্য ও পরিশ্রমী তরুণ-তরুণী রয়েছেন যারা আন্তর্জাতিক বাজারেও নিজেদের অবস্থান করে নিতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও সুষ্ঠু উদ্যোগের।

এ প্রতিবেদকের কথা হয় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা আহমেদ জামানের সাথে। মেলা সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, আমরা কিন্তু এ ধরনের কোন সুযোগ পাইনি। এ উদ্যোগের তুলনা হয় না। সারা মেলা ঘুরে যা দেখলাম তাতে আমি আনন্দিত। তবে এ ধরনের মেলা আরও বড় পরিসরে এবং বছরে একাধিকবার হওয়া উচিত।